

আমার চ্যালেঞ্জ - ২

‘ইসলাম ধর্ম’ বলে যদি সত্যি-সত্যিই কোন ধর্ম এই পৃথিবীতে থেকে থাকে এবং সেই ধর্মকে যদি একটি তাল গাছের সাথে তুলনা করা হয় সেক্ষেত্রে কোরান হইলো অরিজিনাল তাল গাছ আর ‘হাদিস’ হইলো সেই গাছের কাণ্ডে প্রায় ২৫০ বছর পর আর্টিফিসিয়ালি গুঁজে দেওয়া কিছু artificial, redundant, rotten ডাল-পালা। এই পঁচা ডাল-পালাকে যত তারাতাড়ি সম্ভব ধর্ম থেকে সেপারেট করা মুসলিম/নন-মুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি সচেতন মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। শুধু মুসলিমদের জন্যই নয়, পুরো মানবতার জন্য মঙ্গলজনক। কারণ, কোন মানুষই চায় না তার বাড়ির পাশে একজন সুইসাইড-বোম্বার থাকুক। পৃথিবীবাসী ব্যাপারটা যত তারাতাড়ি আঁচ করতে পারবে ততই ভালো। আগামীকাল থেকে যদি পৃথিবীতে কোন হাদিস-গ্রন্থ না থাকে সেক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের তেমন কিছুই আসবে যাবে না। মাঝখানে থেকে পৃথিবীবাসী হয়তো আর কোনদিন খোমেনী, মওদুদী, নিজামী, আমিনী, সাইদী, আবদুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান, বিন লাদেন এইসব মানুষ নামের কলঙ্কদের দেখবে না! ষ্টেঞ্জ মনে হচ্ছে? সে বিষয়ে পরে আসছি।

হাদিস গ্রন্থগুলো ‘ইসলাম ধর্মের’ কোন ইনটিগ্র্যাল পার্ট নয় (তবে ইসলামের ইতিহাস হতে পারে) কারণঃ

- কোরান এবং হাদিস দুটো Independent গ্রন্থ।
- গ্রন্থ দুটির অথার সম্পূর্ণ আলাদা এবং কেহ কাউকে চিনতেন না!
- কোরানের অথার প্রফেট মুহাম্মদ; আর হাদিসের অথার বোখারি, মুসলিম, আবু-দাউদ প্রমুখ।
- দুটো গ্রন্থের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক।

এ অবস্থায় কোন বিজ্ঞানমনস্ক এবং সুস্থ লজিক্যাল মানুষ দুটো গ্রন্থকে একে অপরের ইনটিগ্র্যাল পার্ট মনে করবেন না।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে যারা হাদিসে বিশ্বাস করে তারা অবশ্যই কোরানেও বিশ্বাস করে কিন্তু এর বিপরীতটা সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু কি এমন পার্থক্য? আপাত দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখা না গেলেও একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই বিশাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়! এখানে বিশ্বাসের কিছুই নেই, ১০০% পর্যবেক্ষণ। নীচের ‘মানুষগুলোর’ নাম শুনেছেন কি কখনও? দ্যাখেন তো চিনতে পারেন কি না!

আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী, মাওলানা মওদুদী, মতিউর রহমান নিজামী, দেলোয়ার হোসেন সাইদী, ফজলুল হক আমিনী, গোলাম আযম, শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান (‘বাংলা ভাই’), মুফতি হান্নান, বিন লাদেন এদের প্রায়

সব্বায় মাদরাসা শিক্ষিত অথবা কম বেশী মাদরাসার সাথে যুক্ত ছিলেন/আছেন ...
তাতে কি এমন হইলো? ... পার্থক্যটা কি ধরতে পেরেছেন? ... হ্যাঁ, এরা সব্বায়
ফুল-মোল্লা এবং হাদিসে বিশ্বাসী! আমার চ্যালেঞ্জটাও এখানেইঃ

পাঁচজন সুইসাইড-বোম্বার/কল্লাকাটা-ফতুয়াবাজের নাম বলুন যারা হাদিসে
বিশ্বাস করে না।

অথবা,

পাঁচজন সুইসাইড-বোম্বার/কল্লাকাটা-ফতুয়াবাজের নাম বলুন যারা শুধুই
কোরানে বিশ্বাস করে, অথবা নাস্তিক, অথবা হিউম্যানিস্ট, অথবা ফ্রি-থিংকার,
অথবা এ্যাগনস্টিক।

আমার কনক্লুশনঃ ‘সকল ক্ষার’ই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক’ই ক্ষার নহে’ ... এই
সূত্র ধরে বলতে চাই, সকল সুইসাইড-বোম্বার/কল্লাকাটা-ফতুয়াবাজেরা’ই হাদিসে
বিশ্বাসী (সকল হাদিস বিশ্বাসীরা’ই সুইসাইড-বোম্বার/কল্লাকাটা-ফতুয়াবাজ নিশ্চয়
নয়) কিন্তু হাদিসে অবিশ্বাসীরা কখনও সুইসাইড-বোম্বার/কল্লাকাটা-ফতুয়াবাজ হয়
না।

কেহ যদি রেফিউট করতে পারেন সেক্ষেত্রে আমি চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহার করে নেব।
অন্যথায়, চ্যালেঞ্জ বলবৎ থাকবে ...!

বি.দ্র.-১: হাদিসে বিশ্বাস মুসলিম হওয়ার কোন শর্ত নয়।

বি.দ্র.-২: আমি কিন্তু বলিনাই যে যারাই হাদিসে বিশ্বাস করে তারাই সুইসাইড-
বোম্বার/কল্লাকাটা-ফতুয়াবাজ হয়ে যায়! আপনারা জ্ঞানী মানুষ। আশা করি
ইতোমধ্যে ধরতে পেরেছেন আমি প্রকৃতপক্ষে কি বুঝাতে চেয়েছি। দয়া করে কেহ
ভুল বুঝবেন না।

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com